ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৯৮৮(আগরতলা, ১৩।৬)
কৈলাসহর, ১৩ জুন ২০১৮

২০টি ত্রাণ শিবিরে ৫ হাজার মানুষ
কৈলাসহরে বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

ভারী বর্ষণে ঊনকোটি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়ে পড়েছে। কৈলাসহর ও কুমারঘাট মহকুমার বহু এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আজ বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কৈলাসহর পরিদর্শনে এসে স্থানীয় নেতাজী বিদ্যাপীঠ ইংরেজী মাধ্যম স্কুলের ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি বন্যা দুর্গতদের সাথে কথা বলেন। তিনি জেলা শাসক ও মহকুমা শাসককে নির্দেশ দেন, বন্যা-দুর্গতদের সরকারী সহায়তা প্রদান করতে। প্রতিটি ত্রাণ শিবিরে শিশু-খাদ্য, পানীয় জল ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতেও নির্দেশ দেন। তিনি কৈলাসহরে পৌঁছার আগে হেলিকপ্টার থেকে কৈলাসহর এবং কুমারঘাট মহকুমার বন্যা-কবলিত এলাকাগুলি প্রত্যক্ষ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর কৈলাসহর সফরকালে তাঁর সাথে ছিলেন ঊনকোটি জেলার বর্তমান জেলা শাসক ডিংলিয়ানা ডার্লং ও পূর্বতন জেলাশাসক সন্দীপ আর রাঠোর, জেলা পুলিশ সুপার লাকি চৌহান, মহকুমা শাসক কেশব কর সহ উচ্চ-পদস্থ আধিকারিকগণ। মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারে আগরতলা থেকে ধর্মনগর পৌঁছে সেখান থেকে সড়কপথে কৈলাসহর আসেন। মুখ্যমন্ত্রী পরিদর্শন শেষে সার্কিট হাউসে ঊনকোটি জেলার বর্তমান ও পূর্বতন জেলাশাসক সহ বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে জরুরী বৈঠক করেন। প্রশাসনের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী মহকুমায় ২০টি ত্রাণ শিবিরে ১৪০০ পরিবারের ৫০০০ জন বন্যা-দুর্গত মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। ইতিমধ্যে ২০০ কিলো চিড়া ও ৪০ কিলো গুড় দেওয়া হয়েছে। পানীয়জলও সরবরাহ করা হচ্ছে। মহকুমার ছনতৈল, বলেহর, শ্রীরামপুর, হালাইরপাড়, পেঁচারডহর এলাকা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রতিটি ত্রাণ শিবিরে পানীয়জল, শৌচালয় ও আলোর দ্রুত ব্যবস্থা করার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের তরফে বন্যা পরিস্থিতির উপর সতর্ক নজর রাখা হচ্ছে।

****